গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
অডিট ও সমন্বয় অধিশাখা
www.sid.gov.bd

নং- ৫২.০০.০০০০.০১০.৯৯.০৩৭.১৮-৭২

তারিখ: ০৯ বৈশাখ, ১৪২৭ / ২২ এপ্রিল, ২০২০

বিষয়ঃ সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক নাটোর জেলায় COVID-19 প্রতিরোধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে জেলা পর্যায়ে চলমান ত্রাণ কার্যক্রম সুসমন্বয়ের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন, নাটোর এর সাথে অনুষ্ঠিত ভিডিও কনফারেন্স-এ আলোচ্য বিষয় ও সুপারিশ প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র সংখ্যা: ০৩.০০.২৬৯০.০৮২.৪৬.০১৩.২০২০-১৮৮, তারিখ: ২০/০৪/২০২০ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে অদ্য ২২/০৪/২০২০ খ্রি. তারিখে সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক নাটোর জেলায় COVID-19 প্রতিরোধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে জেলা পর্যায়ে চলমান ত্রাণ কার্যক্রম সুসমন্বয়ের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন, নাটোর এর সাথে অনুষ্ঠিত ভিডিও কনফারেন্স-এ আলোচ্য বিষয় ও সুপারিশ মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্‌সংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ০৫ (পাঁচ) ফর্দ।

22/4/2020
শেখ মুর্শিদুল ইসলাম
উপসচিব
☎৫৫০০৭৩৮০

বিতরণ:

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা / প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
০২। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। জেলা প্রশাসক, নাটোর।
০৪। সচিবের একান্ত সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৫। সিস্টেম এনালিস্ট/প্রোগ্রামার, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
অডিট ও সমন্বয় অধিশাখা
www.sid.gov.bd

নং- ৫২.০০.০০০০.০১০.৯৯.০৩৭.১৮-৭২

তারিখ: ০৯ বৈশাখ, ১৪২৭ / ২২ এপ্রিল, ২০২০

বিষয়ঃ সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক নাটোর জেলায় COVID-19 প্রতিরোধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে জেলা পর্যায়ে চলমান ত্রাণ কার্যক্রম সুসমন্বয়ের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন, নাটোর এর সাথে অনুষ্ঠিত ভিডিও কনফারেন্স-এ আলোচ্য বিষয় ও সুপারিশ প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র সংখ্যা: ০৩.০০.২৬৯০.০৮২.৪৬.০১৩.২০২০-১৮৮, তারিখ: ২০/০৪/২০২০ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে অদ্য ২২/০৪/২০২০ খ্রি. তারিখে সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক নাটোর জেলায় COVID-19 প্রতিরোধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে জেলা পর্যায়ে চলমান ত্রাণ কার্যক্রম সুসমন্বয়ের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন, নাটোর এর সাথে অনুষ্ঠিত ভিডিও কনফারেন্স-এ আলোচ্য বিষয় ও সুপারিশ মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্‌সংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ০৫ (পাঁচ) ফর্দ।

22/4/2020
শেখ মুর্শিদুল ইসলাম
উপসচিব
☎৫৫০০৭৩৮০

বিতরণ:

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা / প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
০২। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। জেলা প্রশাসক, নাটোর।
০৪। সচিবের একান্ত সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৫। সিস্টেম এনালিস্ট/প্রোগ্রামার, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
অডিট ও সমন্বয় অধিশাখা
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
www.sid.gov.bd

সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক নাটোর জেলায় COVID-19 প্রতিরোধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে জেলা পর্যায়ে চলমান ত্রাণ কার্যক্রম সুসমন্বয়ের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন, নাটোর এর সাথে অনুষ্ঠিত ভিডিও কনফারেন্স:

সভার তারিখ	:	২২/০৪/২০২০ খ্রিঃ
সময়	:	সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থান	:	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এর সম্মেলন কক্ষ (ব্লক-এ)
সভাপতি	:	জনাব সৌরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

চীনের উহান শহরে ডিসেম্বর ২০১৯ হতে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পর গত ৭ মার্চ ২০২০ তারিখ বাংলাদেশে প্রথম আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা হয়। রোগটির ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব এবং দ্রুত সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা এর প্রতিরোধে কাজ করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রোগটির প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম তত্ত্বাবধান এবং আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে ২০ এপ্রিল ২০২০ তারিখে সরকারের সচিবগণকে জেলাওয়ারী দায়িত্ব প্রদান করেছেন। সরকারের সচিবগণ জেলা পর্যায়ে মাননীয় সাংসদ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শক্রমে সার্বিক ব্যবস্থাপনা সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা/চ্যালেঞ্জ অথবা অন্যবিধ বিষয় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভাগকে অবহিত করবেন এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করবেন।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব-কে নাটোর জেলার কোভিড-১৯ সংক্রান্ত এবং ত্রাণ কার্যক্রম সুসমন্বয়ের লক্ষ্যে সার্বিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে অদ্য ২২/০৪/২০২০ তারিখে সকাল ১০.০০ ঘটিকায় পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ নাটোর জেলা প্রশাসনের সাথে একটি ভিডিও কনফারেন্স পরিচালনা করে। ভিডিও কনফারেন্সে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব মহোদয় এবং এ বিভাগের ও বিবিএস এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ভিডিও কনফারেন্সে নাটোর জেলার মাননীয় সাংসদ জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম শিমুল, জেলা প্রশাসকসহ সিভিল সার্জেন, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নাটোর পৌরসভার মেয়র এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে বিভিন্ন বিষয়ে সচিব মহোদয়কে অবহিত করেন। জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ শাহরিয়াজ, সিভিল সার্জন, উপপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,

নাটোর পৌরসভার মেয়র উমা চৌধুরী এবং জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির উপদেষ্টা, মাননীয় সাংসদ জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম শিমুল নাটোর জেলার করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

আলোচকবৃন্দ করোনা সংক্রান্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ বিতরণ এবং আইন শৃঙ্খলা বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থাপন করেনঃ

- ২১ এপ্রিল ২০২০ তারিখ পর্যন্ত জেলায় কোন ব্যক্তি COVID-19 এ আক্রান্ত হয়নি;
- ১ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে বিদেশ প্রত্যাগত ১০৭৫ জন এবং এর মধ্যে ৪৬৮ জনের ঠিকানা এবং অবস্থান চিহ্নিত করা গেছে;
- হোম কোয়ারেন্টাইনে ১২৪৫ জন ও প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে ১০ জন ছিলেন এবং ছাড়পত্র পেয়েছেন ৬৮৮ জন;
- নাটোর সদরের একডালা এ অবস্থিত ভবঘুরে আশ্রয় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ১০০ বেডের হোম কোয়ারেন্টাইন/ আইসোলেশন সেন্টারে পরিণত করা হয়েছে;
- সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য সচেতনতামূলক অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে;
- জেলায় সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে মোট ১০২২ টি বেড রয়েছে তন্মধ্যে কোভিড-১৯ চিকিৎসার জন্য সরকারি ১৪০টি এবং বেসরকারি ১২০টি বেড প্রস্তুত রাখা হয়েছে;
- করোনা আক্রান্ত রোগী পরিবহনের জন্য জেলা-উপজেলা হাসপাতালে একটি করে মোট আটটি এম্বুলেন্স চালকসহ প্রস্তুত রাখা হয়েছে;
- কোভিড-১৯ এর উপসর্গ নিয়ে কোন রোগী আসলে তাকে জরুরি বিভাগ থেকেই আইসোলেশন প্রেরণের জন্য রেপিড রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে;
- রোগ শনাক্তকরণের জন্য সিংড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ২০০টি কিট পাওয়া গেছে;
- সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্র পিপিই বিতরণ করা হয়েছে ২০৪০টি এবং বর্তমানে মজুদ রয়েছে ১৪৫৫টি। বেসরকারি ডাক্তার ও নার্সকে পিপিই সরবরাহ করা হয়নি এবং তাদের জন্য পিপিই মজুদ নেই;
- মৃত ব্যক্তির দাফন/সৎকারে জেলায় ২টি এবং ৭টি উপজেলায় ১টি করে মোট ৯টি টিম গঠন করা হয়েছে;
- সামাজিক/রাজনৈতিক/জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে করোনা মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে; এবং
- করোনা বিষয়ে পৌরসভা /ইউনিয়ন কমিটির পাশাপাশি ওয়ার্ড কমিটিও গঠন করা হয়েছেন।
- সরকারিভাবে বরাদ্দকৃত ১০৫৫ মেট্রিক টনের মধ্যে বিনামূল্যে ৫৬০৬০টি পরিবারকে ৯০৫ মেট্রিক টন চাউল বিতরণ করা হয় এবং বর্তমানে মজুদ রয়েছে ১৫০ মেট্রিক টন;
- সরকারিভাবে বরাদ্দকৃত ৬০.১৫ লক্ষ নগদ টাকা থেকে ৩৩৮৬৮ জনকে ৪৮.২০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে;
- ৭১৩টি পরিবারকে শিশুখাদ্য ক্রয়ের জন্য বরাদ্দকৃত ১০ লক্ষ টাকা হতে ৮ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে;
- বিশেষ ওএমএস এর আওতায় ১০ টাকা কেজি দরে ৬০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ থেকে ১০৮০০ জনকে ৫৪ মেট্রিক টন বিতরণ করা হয়;

- খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দকৃত ২২৯৯.৪৭ মেট্রিক টন থেকে ৭৬৬৪৯ জনকে ২০৮১.৯৬ টন চাল বিতরণ করা হয়। এ খাতে প্রতিমাসে সরকারের ভর্তুকির পরিমাণ হচ্ছে ১০ কোটি টাকা;
- বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা, হিজরা ভাতা এবং বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ভাতা বাবদ ১,০১,১১০ জনকে ২৩ কোটি ৫৭ লক্ষ ১৮ হাজার ২৫০ টাকা প্রতিমাসে বিতরণ করা হচ্ছে;
- ভিজিডি খাতে বরাদ্দকৃত ৩০ কেজি চাল হিসেবে ১৪৩৭১ জনকে ১.৫১ কোটি টাকা সমমূল্যের চাল বিতরণ করা হয়;
- জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বেসরকারিভাবে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিলের মাধ্যমে ২০ এপ্রিল ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ১৫০০টি পরিবারকে (৫ কেজি চাল, ১ কেজি ডাল, ১ লিটার তেল ও ১ কেজি আলু) ত্রাণ সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে;
- ৩৩৩/এসএমএস/ফোনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা ত্রাণ সহায়তা চাওয়া হলে জেলা প্রশাসন উক্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াচ্ছে; এবং
- উপজেলা পর্যায়ে বেসরকারিভাবে বেসরকারি উদ্যোগে ২০ এপ্রিল ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ৭৩০০০ পরিবারকে ত্রাণ সহায়তা দেয়া হয়েছে।
- জেলার সকল রাইস মিল ও হাস্কিং মিলসহ অন্যান্য ব্যবস্থা চালু রয়েছে;
- জেলার সকল হাট সীমিত আকারে চালু আছে এবং বাজারসমূহ জনসমাবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে;
- দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে।

জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকতাদের বক্তবের প্ররিপ্রেক্ষিতে নিম্নরুপ পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়ঃ

- ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে উপকারভোগীদের তালিকা সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পাচ্ছে কিনা তা নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে;
- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনসমাগমের বিষয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর নির্দেশনা প্রতিপালন হচ্ছে কিনা নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে;
- কোন ধরনের জনসমাগমের আশঙ্কা থাকলে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট সংস্থায় অবহিত করতে হবে;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রস্তাবিত রেশন কার্ড বিতরণের ক্ষেত্রে দুস্থ পরিবারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে;
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে;
- কৃষক তার উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে কোন পর্যবেক্ষণ থাকলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বিভাগকে অবহিতকরণে উদ্যোগ নিতে হবে;
- জেলায় বিভিন্ন মনিটরিং সেলের এবং বিভিন্ন পর্যায়ে গঠিত কমিটির সভা কতটি হচ্ছে নিয়মিতভাবে জানাতে হবে। প্রতিদিন করোনা বিষয়ক সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে জেলা প্রশাসন সচিব মহোদয়কে অবহিত করবে;
- ত্রাণ বিতরণে কোন দুর্নীতি হচ্ছে কিনা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা, কোন মামলা হয়েছে কিনা এর বিস্তারিত বিবরণ জানাতে হবে এবং প্রতিদিন এ বিষয়ে সচিব মহোদয়কে অবহিত করতে হবে;

- প্রয়োজনের হলে দুস্থ পরিবারসমূহের বাড়িতে গিয়ে ত্রাণ বিতরণের জন্য প্রতিটি উপজেলায় ডেডিকেটেড টিম গঠন করতে হবে;
- করোনা ভাইরাস এবং করোনা বহির্ভূত রোগীদেরকে চিকিৎসার কোন রকম ত্রুটি যেন না হয় তা লক্ষ্য করতে হবে। বিনা চিকিৎসায় কেউ যেন হাসপাতাল থেকে ফেরত না যায় তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে;
- ভবিষ্যতের জন্য নতুন কোয়ারেন্টাইন ক্যাম্প স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- করোনা চিকিৎসার ব্যবস্থাপনা ও হাসপাতাল সংক্রমণ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য চিকিৎসক ও নার্সদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে;
- প্রয়োজনে দুস্থ মানুষের খাবার বিতরণ এবং চিকিৎসা প্রদানের জন্য মেডিকেল ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা যেতে পারে;
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত কার্য পরিকল্পনা যথাযথভাবে পরিপালন করা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রণীত গাইডলাইন অনুসরণ করতে হবে;
- ভবিষ্যতে কোন ব্যক্তি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে থাকলে উক্ত ব্যক্তির বাসস্থান লকডাউন করার পর জীবাণুমুক্ত করতে হবে;
- দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ঠেকাতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার কার্যক্রম আরো বৃদ্ধি করতে হবে;
- করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত সকল বাহিনীর সাথে যোগাযোগ রেখে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে জরিমানার বিধান জোরদার করতে হবে;
- প্রয়োজন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে চিকিৎসক এবং কর্মীদের যাতায়াতের জন্য সরকারি যানবাহনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক/ ডাইয়াগনস্টিক সেন্টারসমূহ পূর্বের ন্যায় চালু রাখতে হবে এবং যথাযথভাবে রোগীর চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে;
- জেলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন সিলিন্ডার আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে;
- প্রতিটি হাসপাতলে জ্বর সর্দি কাশি শ্বাসকষ্ট জনিত রোগের জন্য আলাদা টিকেট কাউন্টার এবং আলাদা প্রবেশ এবং বাহির হওয়ার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আউটডোরে করতে হবে;
- বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিক ও নার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাথে করোনাভাইরাস অবহিত ও পরিকল্পনা সভা করতে হবে;
- খাদ্য সামগ্রী, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী, ঔষধ এবং অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সরবরাহ ও বিতরণ প্রশাসনকে এগিয়ে আসতে হবে;
- নিত্যপণ্যসহ অন্যান্য জরুরি সামগ্রী উৎপাদন, সরবরাহ ও পরিবহনে এবং পবিত্র রমজান উপলক্ষে বাজার মূল্য সহনীয় রাখার জন্য নিয়মিত বাজার মনিটরসহ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে;
- করোনা পরিস্থিতি খারাপ হয়ে গেলে চিকিৎসক ও কর্মীদের বিকল্প বাসস্থান ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা থাকতে হবে;
- করোনার ফলে কর্মহীন লোক (যেমন ভাসমান মানুষ প্রতিবন্ধী বয়স্ক ব্যক্তি ভিক্ষু ভবঘুরে ,দিনমজুর রিকশাচালক ভ্যান গাড়ি চালক, পরিবহন শ্রমিক, রেস্টুরেন্ট শ্রমিক, ফেরিওয়ালা এবং শ্রমিক চায়ের দোকানদার) দৈনিক আয়ের ভিত্তিতে সংসার চালায় তাদের তালিকা প্রস্তুত করে ত্রাণ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সিপিপি, আরবান ভলেন্টিয়ার, বাংলাদেশ স্কাউটসহ অন্যান্য ভলেন্টিয়ারদের সচেতনমূলক কাজে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা প্রয়োজন;

- করোনার ফলে কর্মহীন হওয়া কতটি পরিবারকে কী পরিমাণ ত্রাণ সাহায্য দেয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করা জরুরি;
- করোনা সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যবস্থাপনায় কোন সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ দেখা দিলে জরুরি ভিত্তিতে জেলা প্রশাসক সচিব মহোদয়কে অবহিত করবেন।
- জেলায় স্বাস্থ্য সেবা বা ত্রাণ সংক্রান্ত জরুরি চাহিদা জেলা প্রশাসক সচিব মহোদয়কে অবহিত করবেন।
- জেলায় বোরো ধান কর্তনে কোন সমস্যা দেখে দিলে জরুরি ভিত্তিতে জেলা প্রশাসক সচিব মহোদয়কে অবহিত করবেন।
- গত ২১/০৪/২০২০ খ্রি তারিখে এ বিষয়ে সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষনা করেন।

22/04/2020

সৌরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী
সচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

2